প্রশঙ্গঃ ‘আত্মপ্রকাশিত পদাবলি’ এবং মুশফিক প্রধানের আবল-তাবল!

সাঈদ কামরান মির্জা
সেপ্টেম্বর ৩, ২০০৪

আমার এবং আসগর সাহেবের rebuttal এর জবাবে প্রধান সাহেব একের পর এক ‘প্রথম এবং দ্বিতীয় খন্ড’ লিখে ভিন্নমতের কাগজ ভরে ফেলেছেন কিন্তূ আসল বক্তব্যের কিছুই বলেননি তিনি। চিরাচরিত নিয়মে কোন rebuttal এর জবাব দিতে হলে প্রথমেই খন্ডন করিতে হয় বিপক্ষের বক্তব্যের আসল কথাগুলোর, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের ঠিক **crucial points** গুলোকেই পালটা যুক্তি দিয়ে তাকে খন্ডন করিতে হয়; অবশ্য যদি তা’ খন্ডন করার মত কোন পথ থাকে!কিন্তূ বড় দুঃখের বিষয়, প্রধান সাহেব আসল কথার ধারে কাছেও না যেয়ে সুধুই প্রলাপ বকেছেন। তবে তিনি আসল কাথার জবাব দিতে না পারলেও বেহুদা আবল-তাবল যতেষ্ট বকেছেন। আমার লেখাতে ওনার বক্তব্যের যেসব বিষেয়ে অমত (**Disagreement)** পোষন করেছিলাম তা’ছিল—(১) একাত্তুরে প্রায় সকল **পাক্কা-মুসলিমগন** বাঙ্গালির সাধীনতার চরম বিরোধীতা করেছিল; (২) ইসলাম ধর্ম আবিস্কারের পুর্বেও বিবাহ প্রথা ছিল এবং ইসলাম উদাও হলেও বিবাহ প্রথাটি ঠকই থাকবে এবং ইসলাম চলে গেলেই মানুষ জারজ সন্তান হয়ে যাবে না; (৩) ইসলাম বা সকল ধর্ম এদুনিয়া থেকে উদাও হলেও সভ্য মানুষের সমাজে বিবাহ নামক বন্দ্ধনন্টি ঠিকই থাকবে; (৪) ইসলাম ছাড়া যদি (প্রধানের মতে) মানুষ জারজ হয় তা’হলে ইসলামের প্রফেট মোহাম্মদ এবং তার সকল সঙ্গীগনও জারজ ছিলেন। কিন্তূ, প্রধান সাহেব উপরের একটি প্রশ্নেরও উত্তুর দেন নাই। কামরান সাহেবের প্রতিটি কথার জবাব দেওয়ার কথা বলে সুধু কিছু গালা-গাল করেছেন মাত্র, কিন্তূ কোন প্রশ্নের উত্তুর দেওয়ার চেস্টাও করেন নাই। তিনি দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে কেবলই আবল-তাবল প্রলাপ বকেছেন সুধুই মুখের জোড়ে ব্যক্তিগত আক্রমন এবং তর্কে জেতার জন্য। তবে তিনি কতুটুকু তর্কে জিতেছেন তাহা পাঠকরাই বলতে পারবেন!

প্রধান সাহেব এমনি একজন ব্যক্তি যিনি **‘মচকাবেন কিন্তূ ভাঙ্গবেন না’**। ওনার আচরন দেখে আমার ছোটবেলার একটি ঘঠনা মনে পড়ে গেল। আমার ছোটবেলার এক খেলার সঙ্গীর নাম ছিল আলীহোসেন। বন্দ্ধুটি ছিল খুবই দুর্বল স্বাস্থের, রোগা-পাতলা এবং শক্তিতে বলতে গেলে সব সাথীদের সঙ্গেই হেড়ে যেত খুব সহজেই। কিন্তূ, সে সব সমেয়েই জিতে যেত শুধু তার মুখের জোড়ে, অর্থাৎ শক্তিতে হেড়ে গেলেও মুখে কিন্তূ জেতার বান ঠিকই করত। আলীহোসেনের একটি বড় দোষ ছিল সে সবাইকে খুব খারাপ গালি দিতে ছিল উস্তাদ। এমনি একদিন সে তার মুখের দোষে ঝগরায় লিপ্ত হয় দুজন ছেলের সঙ্গে এবং তারা তাকে বেদম মার দিল ইচ্ছেমত। কিন্তূ তাতে কিন্স্তূ আলীহোসেনের গালি থামলো না। সে তার আবাচ্য সব গালি দিতেই থাকল। তখন তার গালিতে রাগান্নিত সেই ছেলেদুটি আলীহোসেনকে নিকটেই একটি পুকুরের পানিতে ফেলে তার মাথা ডুবিয়ে রেখে আবার তুলে জিজ্ঞাসা করলো-‘‘আর গালি দিবি?’’। কিন্তূ, আলী হোসেনের মাথাটি পানির উপড়ে উঠার সাথে সাথেই সেই একই গালি দিতে থাকল। এভাবে এক ঘন্টা ধরে মাথা পানিতে ডুবানো এবং পানি থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা চলতে থাকল কিন্তূ আলীহোসেনের গালি কিছুতেই থামছেনা এবং ছেলে দুটিও একই কাজ চালাতে থাকল। তখন আমি দেখতে পেলাম যে আলীহোসেন মৃত-প্রায় কিন্তূ সে তার গালিও থামাচ্ছে না মোটেই। তখন আমি বাধ্য হয়ে সেই ছেলে দুটিকে জোরকরেই থামালাম। কারণ আলীহোসেনকে বাচানোর আর কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হয়—আসগর সাহেব এবং আমি যে rebuttal দিয়েছিলাম তাতে

যে কোন সাধারন ব্যক্তি রনে ভঙ্গ দিবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তূ জনাব প্রধান মনে হয় আলীহোসেনের ন্যায় যুক্তিতে জিততে না পারলেও মুখে জিতবেন ঠিকই!

হাঁ, আমি আবারও বলছি—প্রধান সাহেব আমার যুক্তির বিরোধ্যে কোন যুক্তিই আনতে পারেন নাই। কেবল বেহুদা আগডম-বাগডম কথা দিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমন চালিয়ে গেছেন সকল মুক্তমনাদেরকে। তিনি আরও বলেছেন যে আমি নাকি 'যুক্তিহীন এবং ইতিহাস বিবর্জিত যুক্তি' দিয়ে তাকে আক্রমন করব! আমি ওনাকে আহ্বান করছি—আসুন দেখিয়ে দিন আমার কোন যুক্তিটি ইতিহাস বিবর্জিত এবং যুক্তিহীন। তিনি প্রমান করতে পারেন নাই যে ইসলাম না থাকেলেই সকল মানুষ জারজ হয়ে যাবে। প্রধান সাহেবকে আবার **Challenge** দিচ্ছি—আপনি আমাদেরকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেন যে ইসলাম চলে গেলেই মানূষ কি ভাবে জারজ হবে!

আরও **Challenge** রইল আপনাকে প্রমান করতে হবে যে একাত্তুরে সকল পাক্কা-মুসলিমগন সাধীনতার বিরোধীতা করে নাই। আমি আবার উল্লেখ করছি—একাত্তুরে কিছু দাড়ি সর্বস্ব ইসলামি নাম ধারী বাঙ্গালি স্বাধীনতার বিরোধীতা করে নাই; দেশের প্রায় ৯৯% পাক্কা মুসলিমগনই বাঙ্গালিদের স্বাধীনতার কঠোর বিরোধীতা (অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ) করেছিল যাদেরকে আমরা রাজাকার বা আল-বদর বলে গালি দেই। বাংলাদেশের সাধারন খোদাভক্ত মুসলমানগন স্বাধীনতার বিরোধীতা করে নাই; কিন্তূ পাক্কা মুসলিম অর্থাৎ একেবারে খাটি মুসলমানেরা প্রায় সবাই এর বিরোধীতা করে ছিল সেদিন। পাক্কা মুসলমান বলতে আমি যাদের বুঝাচ্ছি তারা হলেন—দেশের সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র (তালেবানগন), মসজিদের ইমামগন, সকল মাওলানা- পীর সাহেব গন, সকল মুসলিম লিগার এবং জামাতি মোল্লাগন সবাই আমাদের স্বাধীনতাকে অঙ্কূরেই অর্থাৎ আঁতুর ঘড়েই গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল। আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?

প্রধান সাহেব আপনাকে অনুরুধ করছি—**পাক্কা-মুসলিম এরং সাধারণ আমজনতা মুসলিম** দের মধ্য পার্থক্য কি আমাদেরকে বলুন। সাধারন মুসলিম যারা শুধু মুসলিম পরিবারে জম্ন গ্রহন করেই মুসলিম হয়েছেন এবং কয়েকবেলা নামাজ এবং রোযা রাখেন এবং সাধারণ কিছু ইসলামিক কালচার মানেন তাদেরকে কেউ পাক্কা মুসলিম বলেনা। পাক্কা মুসলিম কারা তাহা আমি উপড়ে দিয়েছি। আপনি যদি আমার কথা না মানেন তা'হলে আমাদেরকে বলুন কারা ঠিক পাক্কা মুসলিম? সাধারণ আমজনতা মুসলিম গন **প্রকৃত ইসলামের ১০% নিয়ম-কানুনও মানে না।** তারা কোরান এবং হাদিছের বলতে গেলে কিছুই জানে না। মোল্লারা ছোটবেলায় মগজ ধোলায় দিয়ে যাহা শিখিয়েছে তাহাই শুধু জানে বা মানে। প্রকৃত ইসলামের বিধান তারা বলতে গেলে কিছুই জানে না এবং মানেও না। কারণ মোল্লারা তাদেরকে আসল ইসলামের স্বরূপ মোটেই বলে নাই। ইসলামের আসল চেহারার খবর প্রায় সকল মোল্লা-মৌলভীগন জানলেও তারা সাধারন মুসলিমদের কাছ থেকে তা' সযত্নে গোপন রেখেছেন। কারণ আসল ইসলাম প্রকাশ পেলে মোল্লাদের ধর্ম ব্যবসাটির অনেক ক্ষতি হবে এবং সত্য ধর্মটির আসল চেহারা বের হয়ে যাবে যে! আসল পাক্কা মুসলিম হল উসামা-বিন-লাদেন এবং তার সকল followers জিহাদী আল-কাঁয়েদারা। তাবে বাংলাদেশেও শিঘ্রই পাক্কা-মুসলিমদের কাজ দেখা যাবে বলে মনে হয়। বাঙ্গালী মোল্লাদের কাজ প্রায় সম্পুর্ন হয়ে এসেছে তাই আজকাল তারা কিছু তাজা বোমা এবং গ্রেনেড ফাটিয়ে বাঙ্গালীদের কে টেস্ট করে দেখছে মাত্র। আসল খেল দেখতে পাবেন খুব তারাতারি ইনসায়াল্লাহ!!

আমি আবারও বলছি যে ডঃ হুমায়ুন আজাদ অথবা ডাঃ তসলিমার মত ইসলামের **critic** গন ইসলাম সম্বন্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মোল্লা-মৌলভীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী জানে বলেই তারা ইসলামের গোপন রহস্য সাধারণ মানুষকে তাদের লেখার মাধ্যমে বলে দিচ্ছিল এবং সেই জন্যেই মোল্লারা তাদের ওপর এত রাগ। কারণ আসল রহস্য জানা-জানি হলে সত্য-ধর্ম ইসলামের আসল চেহারা খুলে যাবে যে। প্রধান সাহেব **ইসলাম সম্বন্ধে একজন অতি অজ্ঞ ব্যক্তি; অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপারে তিনি একেবারে মুর্খ।** তিনি ইসলামের কিছুই জানেননা এটা তার লেখার ধরন দেখেই বুঝা যাচ্ছে। জনাব মীজান রহমান এর উক্তিটি এখানে প্রযোয্য। তিনি

বলেছেন— ‘‘**পশ্চিমা মুক্ত সমাজে বাস করে কিছু মানুষ সত্যি মুক্ত হয়, তবে অধিকাংশ মানুষ হয় আরো অন্ধ।**’’ প্রধান সাহেবদের অবস্থাটা হয়েছে ঠিক তাই।

ডঃ আজাদের তার বই ‘পাক সাদ জামিন বাদ’ থেকে যাহা আপনি উল্লেখ করেছেন তাহা কোন বানানো কথা মোটেই নয়। জনাব আসগর আপনাকে খুব ভাল করেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন পবিত্র কোরান থেকে উদৃতি দিয়ে। জানিনা এখন আপনি হয়তো বা বলবেন যে আসগর সাহেবের কোরানটি পোরানো ঢাকার গলি থেকে কিনেছেন এবং ইহা খাটি নয়। তাই না? আসল সত্যি কথা কি জানেন প্রধান সাহেব—বাংলাদেশের সকল মোল্লাদের ধর্ম-জ্ঞানকে এক সঙ্গে যোগ করলেও ডঃ আজাদের বা ডাঃ তসলিমার ধর্ম-জ্ঞানের সমান হবে না, একথা আমি হলফ করেই বলতে পারি। মোল্লারা সুধু ধর্মের পাতার একদিগের খবরই জানে, আর ডঃ আজাদের মত বুদ্ধিজীবিরা পাতার দুইদিকের খবর জানেন এবং তারা সুধু ইসলাম নয়,অন্যন্য আরও অনেক ধর্মেও জ্ঞান অর্জন করেছেন। বুঝতে পেরেছেন প্রধান সাহেব?

ধর্ম যে মানুষেরই তৈরী তাহা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লেখাপড়া করলেই তা’ জানতে পারবেন। ‘‘গেলম্যান, কচি পোলা’’ কথা গুলো আপনাদের জানা না থাকতে পারে কিন্তূ এইসবিই **কোরানের কথা, সহি হাদিসের কথা।** এসব কোন কথাই ‘‘**অশ্রুতপুর্ব কথা**’’ নয়, এটা সুধু আপনাদের অজ্ঞতা মাত্র। হুমায়ুন আজাদরা তাহা তৈরি করে নাই। আসুন দেখি পবিত্র কোরান (যাহা আপনার ঘরে আছে, সকল মাওলানাদের পকেটে আছে বা বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আছে) কি বলে এই গেলমান সম্বন্ধেঃ

সুরা আদ দাহারঃ ১৬-১৯— **‘‘রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা তা’পরিমাপ করে পুর্ন করবে, তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে ‘যাঞ্জাবিল’ মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতের মধ্যে ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝরনা। তাদের কছে ঘুরাফেরা করবে চীর কিশোর বালকগন এবং তাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা।’’ (পবিত্র কোরাআনুল করীম; বাংলা অনুবাদ; মাওলানা মহীউদ্দিন খান; খাদেমুল হারামাইন সোদী বাদশা ফাহাদ ইবনে আবদুল আজিজ কর্তৃক মুদ্রন এবং সংরক্ষিত)**

প্রধান সাহেব ঠিক দেখতে পাচ্ছেন খাটি কোরান কি বলছে? নাকি বলবেন এই কোরানটিও পাওয়া যায় পুরানো ঢাকার পঁচা-গলিতে??? ‘‘**চীর-কিশোর**’’ কি মধুর বানী, বালকগন কখনো আর বুড়া হবে না; কাজ চলবে অনন্তকাল ধরে!!! কাজেই এই **গেলম্যান, বা কচি বালক** কথা গুলোর জন্য হুমায়ুন আজাদকে দোষ না দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে দোষ দিন কেন তিনি এরূপ ঘুষ দেবার কথা বলে আরব বেধুইনদের মাথা খারাপ করে ছিলেন! আসল কারণ কি জানেন? আল্লাহ তায়ালা আরব বেদুইনদের মধ্যে অনেককে দেখেছিলেন যে তারা হুর-পরী বা মেয়েদের প্রতি তেমন আসক্ত মনে হচ্ছে না। তাইত বুদ্ধিমান আল্লাহ তাদের মগজ-ধোলাই এর জন্য এই **গেলম্যান বা মুক্তার মত কচি বালকের** ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন, যাহাতে তারা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে নির্দোষ মানুষকে খুন করে শহীদ হয়ে বেহেশত নামক জায়গাতে যেয়ে তাদের মনের বাসনা পুর্ন করতে পারে! ঠিক বলেছি না প্রধান সাহেব?

এখানে ‘মুক্তার মত ঝলঝলে কচি বালক’ কে নিয়ে জিহাদী শহীদরা কি করবে তাহা আল্লাহ স্পস্টকরে বলেন নাই, একথা বলে আবার ফাঁক-ফোকর খুজবেন না। আপানার বাব-মা আপনাকে একটি যুবতী বউ ঘরে এনে দিয়ে কি কখনো বলে দেন আপনাকে যে সেই সুন্দরী বৌকে নিয়ে আপনি কি করবেন? সেরূপ আল্লাহও বেহেশতী বাসী জেহাদী মুসলমানগন হুর-পরী-গ্যালমানদের নিয়ে কি করবেন তাহা বলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কারণ,

বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই কাঁফি, তাই না প্রধান সাহেব? তা'ছাড়া, ঔখানে মুক্তার ন্যায় কচি খোকারা কেন ঘুরা-ফেরা করবে বলতে পারেন কি?

কোরান যে একটি মনুষ্য তৈরী Mumbo-jumbo কিতাব আপনি অর্থ বুঝে পড়লেই ভাল বুঝতে পারবেন। ছোট বেলা কিছুই না বুঝে তোঁতা পাখীর ন্যায় আরবীতে 'তন্তর-মন্তর' পড়েছেন এবং মোল্লাদের মিথ্যা বুলিতে মগজ ধোলাই হয়েছে তাই কোরানকে আপনার কাছে আসমানি কিতাব মনে হয়। পড়ে দেখুন এই আসমানি কিতাব একটি জগন্য বই ছাড়া আর কিছুই না। এই কোরান বার বার মুমিন মুসল মান দের জন্য (অসংখ্য বিবাহিত বৌ ছাড়াও) **চাকরানী দের সাথে যৌন মিলন হালাল করেছে** বোনাস হিসেবে। ইসলামকে বিশ্বাস না করলেই কতল করার কথা শত শত বার বলা আছে, অনেক ঔতিহাসিক এবং বিজ্ঞানের বিভ্রান্তমুলক অনেক কথা আছে। এসব কি আপনাদের কাছে আসমানি কিতাবের নমুনা মনে হয়? কোন মোল্লা বা মৌলভী কি কখনো বলেছে আপনকে এসব কথা? আপনি কি জানতে চান কোরানের কোন কোন আয়াত বা কোন কোন সহি-হাদিসে এসব ভুল-ভ্রান্তির কথা বলা আছে? আর কথায় কথায় তথাকথিত কাট-মোল্লাদের ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে দিবেন না। সকল কাট-মোল্লাগন এই পবিত্র কোরান ও হাদিস পড়েই কাটমোল্লা হয়েছে। কোরান না পড়ে কেউ কাটমোল্লা হতে পারে না। এমন কোন মৌলভী বা কাট-মোল্লা পাওয়া যাবে না যিনি নিজে থেকে কোন ফতোয়া তৈরী করেছেন। মোল্লাদের সব ফথোয়ার আসল উৎস হল এই কোরান এবং হাদিস। তাই বেহুদা নির্দোষ বেচারা মোল্লাদেরকে অযথা দোষ দিবেন না।

আমার rebuttal ছিল আপনার 'প্রগতিশীলতা' লেখা নিয়ে। কিন্তু সেখানে আমার সিরিজ লেখা 'ইসলাম এবং কুসংস্কার' এর কথা আসল কেন বুঝলাম না। আমার লেখাতে 'ভুমিকাটি' কি আপনি পড়েন নাই? তাতে কি লেখা নেই যে এইসব কুসংস্কারের গল্প আমার তৈরী নয়; এসবি হচ্ছে ইসলামী কিতাবের কথা। আমি শুধু তাহা সাধারণ পাঠক বা বুদ্ধিজীবিদের কাছে প্রকাশ করছি মাত্র। কারণ মোল্লা ধর্ম ব্যবসায়ীরা কখনো তাহা প্রকাশ করবে না পাছে থলের বেড়াল বের হয়ে যায়। এসমস্ত ইসলামী কিতাব পুরানো ঢাকার গলিতে তৈরী হয় না, এসব ইসলামী প্রধান কিতাব কোরান, হাদিস এবং ইসলামিক ইতিহাস থেকেই জন্ম হয়। এসব কিতাবের ৯৫% বিষয় লেখা হয়েছে পবিত্র কোরান, সহি হাদিস এবং ইসলামিক ইতিহাস কে কাঁচামাল হসেবে ব্যবহার করেই। এই ধরুন, **'কাছাছুল আম্বিয়া'** বইটি তৈরীই হয়েছে সকল নবীগনের জীবন-ইতিহাস বিস্তারিত বর্ণানা করার জন্য। এই কাছাছুল আম্বিয়ার প্রত্যেক পাতায় কোরানের আয়াত এবং সহি হাদিসের রেফারেনস দিয়েই ঘটনা সব বর্ণানা করা হয়েছে। সেখানে মোল্লাদের দোষটা আপনি কোথায় পেলেন, বলবেন কি?

আর এসব বই মুসলমানের ঘড়ে ঘড়ে পড়া হয় এবং মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় এবং সকল মোল্লা, মাওলানা, ক্কারি, হাফেজ, পীরগন এসব বই পড়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করে পরে সেই জ্ঞান দিয়ে সকল সাধারণ মুসলিমদের মগজ ধোলাই এর কাজটি সমাধা করে থাকে। **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। না, প্রধান সাহেব আপনি ঠিক সত্যি কথা বলছেন না মোটেই। এইসব বই বাংলাদেশের সব বড় বড় লাইব্রেরী, সকল মোল্লা-মাওলনাদের ঘরে, সকল মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে, এমনকি বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেসনেও পাওয়া যায় । আর এসব বইএর দাম ৫টাকা নয়, ৬০/৭০, থেকে ২০০/৩০০ টাকাও হয়ে থাকে। অযথা মিথ্যা বলে পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করবেন না প্লিজ। এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা (যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী) আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্বি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ মানুষের পকেট লুট করছে। এসব খবর কি প্রধান

সাহেবরা রাখেন?

প্রধান সাহেব কি বলবেন আমাদেরকে ঠিক কার বই অথবা কোন কোন বইঘগুলোতে পবিত্র ইসলাম পাওয়া যাবে? সেসব বই গুলো কোন জায়গায় পাওয়া যাবে বললে আমরা সবাই পড়ে দেখতাম তাতে কি লেখা আছে ইসলামের গুন-কির্তন? আপনি কি আমাদের কে একটি উৎকৃষ্ট ইসলামী কিতাবের লিষ্ট দিতে পারেন? আরও একটি অনুরোধ—আপনি কি বাংলাদেশে যেয়ে কোন মাওলানাকে বলতে পারবেন যে যেই বইগুলো আমি আমার ‘‘ইসলাম এবং কুসংস্কার’’ লেখাতে ব্যব হার করছি, সেসব বইগুলো পুরানো ঢাকার পঁচা-গলিতে থাকে? পারবেন কি বলতে যে এইসব বই সব যেটিয়ে বিদায় করতে হবে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে? **আপনার চামড়া তুলে ফেলবে না সব মোল্লারা ধরে?**

প্রধান সাহেব কি মোটেই জানেন না যে অন্য ধর্মের বিষ নষ্ট হয়েছ? খৃস্টন, ইহুদী বা হিন্দূ ধর্মের বিষ-দাত ভেঙ্গেছে অনেক পুর্বে; অর্থাৎ ২-৫শত বৎসর পুর্বেই। এবং সেই জন্যইত আজ আপনি বা আমি এইসব খৃস্টান বা কাফেরের দেশে মহা সুখে, স্বাধীনভাবে থাকছি এবং বড় বড় বুলি আওরাচ্ছি কাফের দের সম্বন্ধে। বিষ-দাত নেই বলেইত আজ নিউ ইয়র্কের খোলা রাস্তায় দাড়িয়ে জেসাস বা মুসা নবীকে বেধম গালি দিতে পারবেন; কেউ টুশব্দটিও করবে না। আপানার গালি সুনে খৃস্টান বেটারা মুচকি মুচকি হাসবে সুধু। কল্পনা করতে পারবেন কি ঢাকার রাস্তায় দাড়ীয়ে আপনাদের বিশ্বনবীকে (?) একটি গালি দেবার? আপনার গর্দান থেকে তৎক্ষণাৎ মাথাটি গড়িয়ে পরবে রাস্তার বালিতে। এবার আশাকরি ভাল করে বুঝতে পেরেছেন বিষ-দাত কাকে বলে?

মোহরানা দিয়ে কে কবে কোথায় জীবন ধারন করেছে বলবেন কি? বাংলাদেশের মেয়েদের বিবাহতে ১০, ২০, ২০০, বা ৩০০ টাকা মোহরানা হয়ে থাকে সাধারণ মুসল মানের বিয়েতে। সুধু কিছু হাতে গুনা ধনীলোকের বিয়েতে ৫,১০ বা ২০ লাখ টাকা মোহরানা হয়ে থাকে। আসল কথা হল এসব ‘বোগাস’ মোহরানা কেউ কখনো পায়ই না! মোহরানা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জনাব রায়হান সাহেব আপনাকে বেশ ভাল কোচিং দিয়েছেন, নিশ্চয় আপনি শিখেছেন ইসলামে মোহরানা কাকে বলে!এবার আমি আপনাকে কিছু ইসলামি কোচিং দিচ্ছিঃ

<u>Dower (Mahr) for women</u>

As per Islam, the mahr is the price a man pays **to use a woman’s private part**s. Or, mahr is a payment that gives the man the right of ownership of **<u>sex organs of a woman</u>**. If you marry a pregnant woman, **then her vagina is lawful if you pay the dowry,** after she gives birth, flog her; the child becomes your slave...(Sunaan Abu Dawud 11.2126)
Book 11, Number 2126:

> **Narrated Basrah**:
> A man from the Ansar called Basrah said: I married a virgin woman in her veil. When I entered upon her, I found her pregnant. (I mentioned this to the Prophet). The Prophet (peace_be_upon_him) said: She will get the dower, **for you made her vagina lawful for you**. The child will be your slave. When she has begotten (a child), flog her (according to the version of al-Hasan). The version of Ibn AbusSari has: You people, flog her, or said: inflict hard punishment on him.

Marriage gives the man the right to enjoy a woman's private parts...(Shahih Bukhari;7.62.81)
Volume 7, Book 62, Number 81:

> **Narrated 'Uqba**:
> The Prophet said: "The stipulations most entitled to be abided by are those with which you are given the **right to enjoy the (women's) private parts (i.e. the stipulations of the marriage contract)."**

The most worthy condition that must be fulfilled in a marriage is that sexual intercourse becomes lawful…(Shahih Muslim 8.3302)
Book 008, Number 3302:
'Uqba b. Amir (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The most worthy condition which must be fulfilled is that which **makes sexual intercourse lawful.** In the narration transmitted by Ibn Muthanna (instead of the word" condition") it is" conditions".

Hazrot Ali (ra) could not have intercourse with Fatima (Muhammed's daughter) until Ali paid her dowry (the coat of mail)...(Sunaan Abu Dawud 11.2121)
Book 11, Number 2121:

> **Narrated A man from the Companion of the Prophet**:
> Muhammad ibn AbdurRahman ibn Thawban reported on the authority of a man from the Companions of the Prophet (peace_be_upon_him): When Ali married Fatimah, daughter of the Apostle of Allah (peace_be_upon_him), he intended to have intercourse with her. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) prohibited him to do so until he gave her something. Ali said: I have nothing with me, Apostle of Allah. The Prophet (peace_be_upon_him) said: Give her your coat of mail. So he gave her his coat of mail, and then cohabited with her. (Reference at the bottom please).

প্রধান সাহেব আশা করি এখন বিলক্ষন বুঝতে পেরেছেন ইসলামে মোহ রানা কাকে বলে? মোহররানা মেয়েদেরকে ইসলামে যে ভাবে দেওয়া হয় তাহা prostitute কে 'ফি' দেওয়ার মতই বলা যায়। আসলে এই মোহরানা নামক আদান-প্রদানটি মেয়েদের জন্য Insult ছাড়া আর কিছুই না। এই মোহ রানা ভিক্ষার টাকা দিয়ে কোন মেয়ের ২ মাস চলারও সম্ভব নয়।

প্রধান সাহেব অবাক হয়েছেন কেন দুনিয়াতে ইসলামের পরে আর কোন ধর্ম আসে নাই, এবং এটাই ওনার কাছে বড় প্রমান যে ইসলাম হল সত্য ধর্ম। কি জ্ঞানী কথা বলেছেন প্রধান সাহেব! ইসলামের পরে আর ধর্ম কেন আসে নাই কারণটি একেবারে সোজা। আগে মানুষ ছিল মুর্খ তাই যত রূপকথা-আজগুবিতে বিশ্বাস করত এবং মানুষকে খুব সহজে বোকা বানানো যেত। এখন যদি কেউ এসে দাবী করে যে আল্লাহ নামক সৃষ্টিকর্তা তার সঙ্গে কথা বলেছে; তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে **তাকে পাবনা পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে নুতুবা কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ধোলাই করে রাস্তায় ছেড়ে দেবে।** আর কেউ যদি এসে বলে যে সে 'বোরাখ' নামক এক পাখা ওয়ালা এক অদ্ভূত ঘোড়ায় চড়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করে এসেছে, আথবা সে চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেছে তা'হলে বলতে পারেন কি তার অবস্থাটা কি হবে? এবার বুঝতে পেরেছেন কেন আর একটিও ধর্ম হয় নাই? ১৪০০ বৎসরে আর একটিও ধর্মীয় বই হয় নাই কারণ ধর্মের আর কোন প্রয়োজন হয় নাই । আল্লাহ তায়ালা যেসব আজগুবি ধর্মগুলো পাঠিয়েছেন তাহাই কি যথেস্ট নয়? একমাত্র সত্য-ধর্ম ইসলামের চোটেইত মানব-জাতির কষ্টার্জিত সভ্যতা আজ ধংস হবার উপক্রম হয়েছে। আবার আরও কিছু ধর্ম চাচ্ছেন? কারণ ধর্ম দুনিয়াতে শুধু অমঙ্গল এনেছে কোন ভাল জিনিষ দিতে পারে নাই? আপনি কি আমাদেরকে বলতে পারেন ধর্মে কি কি ভাল জিনিষ এসেছে যাহা মানুষ

নিজেরাই আবিস্কার করে নাই বা করতে পারতনা? প্রধান সাহেব আমাদের কে মাত্র একটি উদাহরন দিন কোরান থেকে যাহা মানুষের অসীম উপকারে এসেছে।

পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ ওনারা যেন ঠিক ভেবে দেখেন মুক্তমনা লেখকরা কেন ধর্মের সমালোচনা করেন। মুসলিম বিশ্বের গরীবি এবং পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণই হলো এই ধর্ম। ধর্ম মানুষকে ভুল শিক্ষা দিয়ে শতশত বৎসর ধরে নেশায় বুদ করে রেখেছে। ধর্ম মানুষকে পেছনে টানে, ধর্ম মানুষকে অলস বানায়, ধর্ম মানুষকে অন্দ্ধ বুদ্ধিহীন করে দেয় এবং মানুষ কুপমন্ডূকতায় ঢুবে থাকে। আধুনিক সভ্য সমাজে ধর্ম যে কোন জাতি এবং দেশের জন্য ক্যানসার স্বরূপ যাহা একটি জাতিকে কুড়ে কুড়ে খায়। বিশেষ করে পলিটিকাল ইসলাম একটি জাতির জন্য ভয়ংকর ক্যানসার যাহা যে কোন জাতিকে আফগান তালেবানের দেশ বানাতে সাহায্য করে। মুসলিম বিশ্বের মানুষ যতদিন না এই ধর্ম-জাল থেকে মুক্ত হবে ততদিন তাদের কোন উন্নতির কোন আশা নেই। মুসলিম বিশ্ব দিন দিন আরও ধর্ম-জালে আবদ্ধ হয়ে অধপতনে যাবে, আরও গরীব হবে, আর প্রতি বৎসর corruption এ প্রথম হবার সুযোগ পাবে। প্রধান সাহেব দেশ গড়ার বুলি কপচান তার প্রায় সব লেখাতেই। তিনি কি জানেন বা বুঝেন যে ইসলাম রক্ষার নামে তিনি সেই মুসলিম জাতির ক্যানসারটিকেই সযত্নে রক্ষা করার চেস্টা করে যাচ্ছেন? তিনি শরীরে ক্যানসারটিকে আড়াল করে ভাল স্বাস্থ রক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছেন! মৌলবাদ আজ বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা এবং একাত্তুরের সেকুলার বাংলাদেশকে মৌলবাদ গ্রাস করে নিয়েছে এবং এই দেশটিকে একটি তালেবানের দেশ বানাতে আজ তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

রেনেশাঁ এসে যেমন ইউরোপকে মুক্ত করেছে ধর্ম-জাল ক্যানসার থেকে, তেমনি মুসলিম বিশ্বেও একটি রেনেশাঁ অতি প্রয়োজন আজ। আর তাহা একমাত্র সম্ভব যদি আমরা সবাই মিলে ধর্মের বিষ-দাতটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে পারি। ধর্মকে যদি আমরা ব্যক্তিগত ব্যাপার বানিয়ে দিতে পারি, তবেই মুসলিম বিশ্বের পরিবর্তন আশা করা যায়। তাই ইসলামের কুৎসা অথবা হিংসার বশবর্তি হয়ে ইসলামের সামালোচনা করা হয় না, ইসলাম যে একটি মনুষ্য রচিত ধর্ম সেটা প্রমান করার জন্যই ধর্মের মধ্য যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, নিষ্টুর কথা-বার্তা আছে তাহাই প্রকাশ করা হয়। এখানে হিংসা বা কুৎসা রটানোর কথা ভাবা ঠিক নয়। আপনি যাহা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন না তাহা দেখিয়ে দিলে তাকে কুৎসা বলবেন কেন?

এবার প্রধান শাহেবকে কিছু প্রশ্ন যাহা তিনি আগে উত্তুর দেন নাই—

১। ইসলাম ধর্ম আবিস্কারের পুর্বেও কি এ পৃথিবীতে বিবাহ প্রথা ছিল ?
২। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বিবি খাদিযাকে কি ইসলামি মতে বিয়ে করেছিল? যদি না করে থাকেন, তা'হলে কি প্রফেট মোহাম্মদের সকল সন্তানরা কি জারজ ছিল? যদি জারজ না হয় তা'হলে তার কারণ বলবেন কি?
২। ইসলাম এই পৃথিবীতে কি কি ভাল জিনিষ এনেছে যাহা ইসলামের পুর্বে মানুষের মাঝে ছিল না তাহা দয়া করে বলবেন কি?
৩। কোরান যে আল্লাহর কথাবার্তা তার **মাত্র একটি** প্রমান দিবেন কি?
৫। কোরানে কি মানুষ হত্যার কথা আছে, যদি থাকে তা'হলে সেটা কি আল্লহর কথা বলে মনে হয়, যদি মনে হয় তা'হলে আল্লাহকে কি পরম-দয়ালু বলা ঠিক হবে?
৬। পবিত্র কোরানে বার বার মোহরানা যুক্ত বহু স্ত্রী থাকা সত্বেও আল্লাহ অধিকারভুক্ত চাকারানীদের সঙ্গে যৌন-সুখ লাভ করতে বলা হয়েছে। তাহা কি অনৈতিক না নৈতিক প্রধান সাহেবের বিচারে?

৭। বাংলাদেশের সবাই কি **পাক্কা-মুসলমান?**
৮। মোল্লা, মাওলানা, পীর, ক্বারি, হাফেজ, মাদ্রাসার তালেবান গন কি পাক্কা মুসল মান, নাকি বাংলাদেশের আমজনতা তথা সাধারণ মুসলমানরাইকি পাক্কা মুসল মান?
৮। ইসলাম বা সকল ধর্ম এদুনিয়া থেকে উদাও হলেও সভ্য মানুষের সমাজে কি বিবাহ নামক বন্দ্ধনন্টি শেষ হয়ে যাবে?
৯। আমার ''ইসলাম এবং কুসংস্কার'' সিরিজে যে সব রেফরেনস (**কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।)** দিয়েছি তাহা কি পুরানো ঢাকার পঁচা গলিতে পাওয়া যায়? আপনি কি একথা বাংলাদেশের কোন মোল্লা-মৌলভীকে বলতে পারবেন যে এইসব বই এবং কোরান পুরানো ঢাকার পঁচা গলির মাল?
১০। যদি উপরের সব বই এবং কোরান পঁচা গলির বই হয় তা'হলে আপনি কি আমাদের কে বলতে পারেন ঠিক কি কি ইসলামী বই পড়লে মানুষ ইসলাম ধর্মের আসল কথা জানতে পারবে?

উপসংহারে আমি প্রধান সাহেবকে অনুরোধ করব তিনি যেন সুধু মুখের জোড়ে (আমার গল্পের আলীহোসেনের ন্যায়) জেতার চেস্টা না করেন। আমাদের তর্ক বা যুক্তিকে সরাসরি point by point নিয়ে তার প্রতি উত্তুর দেবার চেস্টা করবেন। সুধু সুধু উলটা-পালটা এবং আবল-তাবল অপ্রাশঙ্গিক কথা বলে অযতা পাঠকদেরকে বিরক্ত করবেন না। সুধু মুখের জোড়ে আমাদের সকল reference কে পঁচা-গলির বই বললেই চলবেনা, আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে কোন কোন বই ইসলামের ব্যাপারে সহি রেফারেনস। আমরাত দেখিনি আপানাকে কোন রেফেরেনস দিতে। আপনি যদি আমাদের চেয়ে আরও ভাল 'রেফারেনস' এবং সঠিক যুক্তি এনে আমাদের কথা খন্ডন করতে পারেন তা'হলে আমরা আমাদের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাদের সকল কথা এবং যুক্তি withdraw করে নেব। এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ইসলামের কোন সমালোচনা করবনা। আর আপনার কপট দেশ গড়ার কথা বলে বাংলা দেশের মৌলবাদ নামক সর্বনাসা ক্যানসারটিকে বাঁচাবার চেস্টা আর করবেন না প্লিজ! আরও অনুরোধ করব, আপনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্দ্ধে কিছু লেখাপড়া করুন এবং ইসলামকে ভাল করে জেনে তারপর আসুন ডিবেট করুন আমাদের সঙ্গে। কারণ, একথা আমাদের কাছে অতি পরিস্কার যে আপনি ধর্মের ব্যাপারে একেবারে মুর্খই রয়ে গেছেন। একটু লেখা পড়া করুন প্লিজ!!!

References

1. Holy Qur'an, Bengali translation by Maulana Muhiuddin khan, Khademu Harmain Sharifain, Saudi Arabia, Madina Mannwara, 1413 Hijri.
2. Shahih Bukhari; Translation by Dr. Muhammad Muhsin Khan
3. Shahih Muslim; Translation by Abdur Rahman Siddiqui
4. Sunaan Abu Dawud; Translation by Prof. Ahmad Hasan